Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.50-57
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিষ্ণুপুরাণে উদ্ধৃত সাংখ্য ও যোগ তত্ত্বের সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

অরিন্দম মণ্ডল
গবেষক, সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত বিভাগ,বিশ্বভারতী,শান্তিনিকেতন

Abstract:

Bishnu Purana is one of the important 18th Mahapuranas. Through 6000 slokas, we can find 24 samkhya related theories of Dasavatara, the Bibhutis of Sri Bishnu and also various revelations on samkhya theory, yoga theory and vedanta theory. Therefore, the surveying study of samkhya and yoga theory described in Bishnu Purana is the main subject of my essay.

ভূমিকা: বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রাচীন ইতিহাস পরম্পরা রীতিনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে সাহিত্যে রূপাঙ্কনের যে ধারা বৈদিককাল থেকে চলে এসেছিল, সেই একই পরম্পরা পরবর্ত্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকেও বিকশিত করেছিল৷ তবে আদিকাব্য রামায়ণ ও ব্যাসদেব রচিত মহাভারতে তৎকালীন সমাজের যে ছাপ অঙ্কিত হয়েছিল পুরাণসাহিত্যে সেই চিত্রের আলোচনা আরও বিস্তৃত ও গম্ভীর৷ বিভিন্ন আখ্যান, উপাখ্যান, রীতি, নীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি পুরাণে খুব সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই পুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম।

'পুরাণ' শব্দটি অতি প্রাচীন, যার অর্থ আদিম আখ্যান বা পুরাকাহিনী৷ ব্যাসদেবের মতে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধিগুলির সংমিশ্রনেই পুরাণসংহিতা রচিত।[1] নিরুক্তকার যাস্ক পুরাণ সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিয়েছেন "পুরা নবং ভবত" অর্থাৎ যা পুরানো হয়েও নুতন তাই পুরাণ। আবার বায়ুপুরাণে পুরাণের ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে – " যস্মাৎ পুরাহ্যনক্তিদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্"। অর্থাৎ প্রাচীনকালে যা জীবিত ছিল তাই পুরাণ। পদ্মপুরাণানুসারে যা প্রাচীনতা অর্থাৎ পরম্পরাকে কামনা করে তাই পুরাণ।[2] শতপথ ব্রাহ্মণে ও ছান্দগ্যোপনিষদে পুরাণকে পঞ্চমবেদ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণেও চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে পুরাণের উল্লেখ করা হয়েছে।[3]

আনুমানিক খ্রী.পূ. চতুর্থ শতক থেকে খ্রী. সপ্তম শতকের মধ্যে এই পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল। বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য ও কূর্ম প্রভৃতি পুরাণে পুরানের পঞ্চলক্ষণের বিষয়ে উদ্ধৃত হয়েছে –

" সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতশ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ।।"

আবার ভাগবত মহাপুরাণেও পুরাণের দশটি লক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা –সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তরাণি, বংশ, বংশানুচরিতম্, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয়।[4]

---

[1] আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতা চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ।। বিষ্ণু.3.6.15

[2] পুরা পরম্পরাং ব্যষ্টি কাময়তে। বায়ু.5.2.53

[3] অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যা হোতাশ্চতুর্দশ ।।বিষ্ণু 3.6.28

[4] ভাগবৎপুরাণ 12.7.9

বিভিন্ন পুরানে পুরাণগুলির সংখ্যা নিয়ে মতান্তর দেখা গেলেও সাধারনভাবে পুরাণগুলির সংখ্যা ৩৬টি ধরা হয়৷ তন্মধ্যে ১৮টি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণ৷ বিষ্ণুপুরাণে পুরাণের সংখ্যা ১৮টি বলা হয়েছে৷[5] ১৮টি মহাপুরাণের নাম হল যথাক্রমে – ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শৈব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ১৮টি উপপুরাণ হল – সনৎকুমার, নরসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, আশ্চর্য, নারদ, নন্দিকেশর উশনস, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, কল্কি, দেবী, পরাশর, মরীচি এবং সূর্য বা ভাস্কর পুরাণ।

মৎস্যপুরাণে পুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বিভাগ করা হয়েছে।[6] ভাগবত, নারদীয়, বিষ্ণু, গরুড়, পদ্ম বরাহ – এই ছয়টি পুরাণে ভগবান্ বিষ্ণুর আলোচনা ও তদ্ মাহাত্ম আলোচনা হাওয়ায় এই পুরাণগুলি সাত্ত্বিক পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। আবার ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন পুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষয়ে আলোচিত হওয়ায় এই পুরাণগুলি রাজসিক পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবং লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ, অগ্নি, মৎস্য এবং কূর্ম পুরানে শিবের প্রাধান্য থাকায় পুরাণগুলি তামসপুরান নামে প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণু মহাপুরাণটি সত্ত্বিক পুরাণগুলির মধ্যে অন্যতম। আনুমানিক ৬০০০ শ্লোকবিশিষ্ট এই পুরাণটির বক্তা ঋষি পরাশর ও শ্রোতা তাঁর শিষ্য মৈত্রেয়। ভগবান্ বিষ্ণুর দশাবতারকে কেন্দ্র করে যেমন চব্বিশটি তত্ত্বের, শ্রীবিষ্ণুর বিভূতির, প্রাকৃত প্রলয় ও ৬জন মনুর সৃষ্টি ও তাদের বংশপরম্পরা বিষয়ে যেরূপ আলোচনা করা হয়েছে তদনুরূপ ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশান্ত ধারা এই পুরাণের সর্বত্রয় প্রচ্ছন্নরূপে আলোচিত হয়েছে।

এইভাবে সমগ্র পুরাণটিতে যেমন ভগবান্ বিষ্ণুর বর্ণনা করা হয়েছে তদ্রূপ সাখ্যতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব ও বেদান্ততত্ত্বের অসীম সাযুজ্যও পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই ভারতীয় দর্শনের ভাবধারায় বিষ্ণুপুরাণে উদ্ধৃত সাংখ্য-যোগতত্ত্বের সমীক্ষাত্মক অধ্যয়নই আমার প্রস্তাবিত প্রবন্ধটির বিষয়।

বিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত সাংখ্যতত্ত্বসমূহ –

বিষ্ণুপুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণগুলির মধ্যে অন্যতমাতাই আলোচ্য পুরাণটির বিভিন্ন স্থানে যেমন জগতের উৎপত্তি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর বর্ণিত হয়েছে; সেভাবেই ভারতীয় দর্শনের একাধিক তত্ত্বসমূহের প্রসঙ্গ এই পুরাণে আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে সাংখ্যদর্শন অন্যতম৷ আলোচ্য পুরাণাটির বিভিন্ন অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বসমূহের আলোচনা করা হয়েছে।যথা -

পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব –

১.বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তে দ্বে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। ১.২.২৪
২.গুণসাম্যাত্ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম।। ১.২.৩৩
৩.সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।। ১.২.৩৪
৪.ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত। ১.২.৩৬
৫.ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাত্তু তামসাৎ।। ১.২.৪৬
৬.তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনশ্চাত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।। ১.২.৪৭

ত্রিবিধ গুণ –

১.সৃজত্যেষ জগৎ সৃষ্টৌ স্থিতৌ পাতি সনাতনঃ।
হন্তি চৈবান্তকত্বেন রজঃসত্ত্বাদিসংশ্রয়ঃ।। ১.২২.২২
২.ইত্থং চতুর্ধা সংসৃষ্টৌ বর্ততেঽসৌ রজোগুণঃ। ১.২২.২৫

---

[5] অষ্টাদশপুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।।বিষ্ণু.3.6.20

[6] মৎস পুরাণ 53.67-68

৩.সত্ত্বং গুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ। ১.২২.২৭
৪.আশ্রিত্য তমসো বৃত্তিমন্তকালে তথা পুনঃ। ১.২২.২৮
৫.প্রবৃত্ত্যা রজসো যচ্চ কর্মণাং করণাত্মকম্। ৩.১৭.২৭

ত্রিবিধ দুঃখ-

১.আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ।
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্ ।। ৬.৫.১
২.আধ্যাত্মিকোঽপি দ্বিবিধঃশারীরো মানসস্তথা। ৬.৫.২
৩.তদস্য ত্রিবিধস্যাপি দুঃখজাতস্য বৈ মম।
গর্ভজন্মজরাদ্যেষু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ ।। ৬.৫.৫৮
৪.নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা।
ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা ।। ৬.৫.৫৯

প্রকৃতি –

১.জ্ঞানপ্রবৃত্তি নিয়মৈক্যময়ায় পুংসো ভোগপ্রদানপটবে ত্রিগুণাত্মকায়।
অব্যাকৃতায় ভবভাবনকারণায় বন্দে স্বরূপভাবনায় সদাজরা ।। ৬.৮.৬২
2.কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণকারণম্।
তৎ কারণানাং হেতুং তং প্রণতাঃ স্ম পরেশ্বরম্ ।। ১.৯.৪৯
৩.অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।। ১.২.১৯

পুরুষ-

১.তস্যৈব যোঽনু গুণভূগ্বহুধৈক এব শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব ভাতি হি মূর্তিভেদৈঃ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্তা তস্মৈ নমোঽস্তু পুরুষায় সদাব্যয়ায় ।। ৬.৮.৬১
২.বিশুদ্ধবোধবন্নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
অব্যক্তমবিকারং যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।। ১.৯.৫১
৩.একঃশুদ্ধোঽক্ষরো নিত্যঃসর্বব্যাপী তথা পুমান্। ৬.৪.৩৬

২৮টি বধ –

১.অষ্টবিংশদ্বধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব। ৩.১৭.২৮

বিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত যোগতত্ত্বসমূহ –

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই হলেন জগতের ঈশ্বর। যোগীরা তাঁকেই পেতে সর্বদা প্রযত্নশীল। অতএব তারই ধ্যানে মগ্ন হয়ে ও অষ্ট যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান্ বিষ্ণুকে লাভ করতে পারেন। তাই 'ঈশ্বর প্রণিধান', 'অষ্ট যোগাঙ্গ' অভ্যাস ইত্যাদির একাধিক বর্ণনা আলোচ্য পুরাণটিতে পাওয়া যায় । তা নিম্নরূপ –

যোগ–

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ।। ৬.৭.৩১

চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় –

স্বাধ্যায়সংযমাভ্যাং স দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ। ৬.৬.১

ঈশ্বর-

১.তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ। ৬.৪.৩৮
২.রূপং পরং সদিতি বাচকমক্ষরং যজ্জানাত্মনে সদসতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ।। ৫.১৮.৫৭
৩.ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষটকারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বমগ্নয়ঃ ।। ১.৪.২২

৪.অভিধায়ক ওঁকারস্তস্য তৎ। ২.৮.৫৫
৫.পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোহসৌ ব্রহ্ম তথা পরম্।
তমারাধয় হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্লভাম্ ।। ১.১১.৪৬

অষ্টাঙ্গযোগ –

১.ব্রহ্মচর্যমহিংসাং চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্।
সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং স্বমনো নয়ন্ ।। ৬.৭.৩৬
২.স্বাধ্যায়শৌচসন্তোষতপাংসি নিয়তাত্মবান্।
কুর্বীত ব্রহ্মণি তথা পরস্মিন্ প্রবণং মনঃ ।। ৬.৭.৩৭
৩.একং ভদ্রাসনাদীনং সমাস্থায় গুণৈর্যুতঃ।
যমাখ্যৈর্নিয়মাখ্যৈশ্চ যুঞ্জীত নিয়তো যতিঃ ।। ৬.৭.৩৯
৪.প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎকুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ... ।। ৬.৭.৪০
৫.শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগ্রহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ।। ৬.৭.৪৩
৬.তস্মাৎসমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ।
কুর্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা ।। ৬.৭.৭৫
৭.তদেকাবয়বং দেবং চেতসা হি পুনর্বুধঃ।
কুর্যাততোঽবয়বিনি প্রণিধানপরো ভবেৎ ।। ৬.৭.৯০
৮.তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ।। ৬.৭.৯২

বিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত সাংখ্য তত্ত্বসমূহের সমীক্ষা: সর্বপ্রাচীন দর্শনরূপে পরিচিত আদি ঋষি কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শনে পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুটি তত্ত্ব। আবার মূল প্রকৃতির বিকার মহৎ, অহংকারাদি মোট পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সংখ্যদর্শনে স্বীকৃত। সাংখ্য মতে দুঃখ ত্রিবিধ – অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।[7] আর এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি লৌকিক উপায় দ্বারা যেমন সম্ভব নয় তদ্রূপ বৈদিক উপায় গুলিও ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত হওয়া বৈদিক উপায় দ্বারা এই দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। তাই ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ এর বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ও চির নিবৃত্তি সম্ভব।[8] বিষ্ণুপুরাণেও আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখকে স্বীকার করা হয়েছে এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা নিবৃত্তির মার্গও বলা হয়েছে।[9] এবং সাংখ্য শাস্ত্রকে অনুসরন করেই শারীরিকও মানসিক ভেদে আধ্যাত্মিক দুঃখকে দুটি অংশে ভাগ করেছেন।[10] অনন্তর এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বলা হয়েছে- গর্ভ, জন্ম, জরা, ইত্যাদি স্থানে প্রকটিত হওয়া আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ দুঃখসমূহের একমাত্র সনাতন ঔষধি হল ভগবৎ প্রাপ্তি, যার প্রাধান লক্ষণ হল নিরতিশয় আনন্দরূপ সুখ প্রাপ্তি।[11] যা সাংখ্য মতে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও

---

[7]দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ।। সাংখ্যকারিকা ১

[8] দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ।। সাংখ্যকারিকা ২

[9] আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ।
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্ ।।বিষ্ণু.৬.৫.১

[10] আধ্যাত্মিকোঽপি দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা। বিষ্ণু ৬.৫.২

[11] নিরন্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা।

জ্ঞ এর তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ। সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত। যথা পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চমহাভূত।[12] বিষ্ণুপুরাণানুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আধার স্বরূপ। তাই বিষ্ণু হতেই পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে।[13] এবং ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার ফলস্বরূপ পুরুষ যখন ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করেন তখন প্রকৃতি থেকে প্রথম উৎপন্ন হয় মহৎ বা বুদ্ধি।[14] উৎপন্নভূত এই মহৎকে প্রধান বা মূলপ্রকৃতি আবৃত করে থাকে।এবং তিনটি গুণের ভিত্তিতে এই ত্রিবিধ মহৎতত্ত্ব থেকে বৈকারিক, রাজসিক ও তামসিক ভূতের উৎপন্ন হয়।[15] এই ত্রিবিধ অহংকারের মধ্যে 'সাত্ত্বিক' অহংকার থেকে মন, রাজসিক অহংকার থেকে দশটি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয় এবং তামসিক অহংকারের বিকৃতি থেকে পঞ্চতন্মাত্রা সৃষ্টি হয়। আর এই তন্মাত্রা থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চ মহাভূতের। এইভাবে বিষ্ণুপুরাণেও বিষ্ণুপুরাণেও সাংখ্য তাত্ত্বিক পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত।[16]

সাংখ্য মতে গুণ ত্রিবিধ যথা সত্ত্ব, রজ ও তম। এর মধ্যে সত্ত্বগুণ লঘু প্রকাশ ও ইষ্ট; রজোগুণ চালক আরম্ভক ও চঞ্চল এবং তমোগুণ ভারী ও আবরক। এবং কার্য সিদ্ধির সময় এদের প্রদীপের মতো বৃত্তি হয়।[17] সাংখ্য মতে এই ত্রিবিধ গুনের মাধ্যমেই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি।বিষ্ণুপুরাণেও সাংখ্যতত্ত্বের অনুরূপ অভিমত পোষোণ করা হয়েছে-'রজ ও সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা এই সনাতন প্রভুই জগৎ সৃষ্টির সময় একটি রচনা করেন, স্থিতির সময় পালন করেন ও অন্য সময়ে কালরূপে তার সংহার করেন।[18] এবং অনন্তর সত্ত্বগুণ সম্পর্কে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে -"সেই পুরুষোত্তম সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিয়ে জগতের স্থিতি করেন"।[19] রজগুন সম্পর্কে বলা হয়েছে- "রজগুণ প্রবৃত্তির কারণ যিনি কর্মের কারণস্বরূপ"।[20] এবং তমোগুণ সম্পর্কেও বিষ্ণুপুরাণের মত অভিমুখী।[21] এইভাবে সম্পূর্ন বিষ্ণুপুরানে সাংখ্য সম্মত ত্রিবিধ গুন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে যেহেতু সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত তাই প্রধান ও পুরুষ তত্ত্বও আলোচ্য পুরানটির বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতির অস্তিত্ব সাধন করতে গিয়ে আলোচ্য পুরানটিতে বলা হয়েছে-অব্যক্ত কারণকে যা সৎ-অসৎরূপে (কারণ শক্তি বিনষ্ট) এবং নিত্য শ্রেষ্ঠ মুনিগত তাকে প্রধান বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি বলে।[22] এছাড়াও প্রকৃতির অস্তিত্ব সাধনে আলোচ্য পুরাণটিতে বলা হয়েছে - ভগবান্ বিষ্ণুর আংশভূত এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের একতারূপ এবং পুরুষকে ভোগ

ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা ।। বিষ্ণু ৬.৫.৫৯

[12] মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ।। সাংখ্যকারিকা ৩

[13] বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তে দ্বে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। বিষ্ণু ১.২.২৪

[14] গুণসাম্যাত্ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম ।।বিষ্ণু ১.২.৩৩

[15] ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত। বিষ্ণু ১.২.৩৬

[16] বিষ্ণু.১.২.৩৩, ১.২.৪৬

[17] সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ।। সাংখ্যকারিকা ১৩

[18] সৃজত্যেব জগৎ সৃষ্টৌ স্থিতৌ পাতি সনাতনঃ।
হন্তি চৈবান্তকত্বেন রজঃ সত্ত্বাদিসংশ্রয়ঃ ।। বিষ্ণু.১.২.২২

[19] সত্ত্বং গুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ। বিষ্ণু.১.২.২৭

[20] প্রবৃত্যা রজসো যচ্চ কর্মণাং করণাত্মকম্। বিষ্ণু.৩.১৭.২৭

[21] আশ্রিত্য তমসো বৃত্তিমন্তকালে তথা পুণঃ। বিষ্ণু.১.২.২৮

[22] অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।। বিষ্ণু.১.২.১৯

প্রদানকারী ত্রিগুণাত্মক ও অব্যাকৃত ও জগতের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ।[23] সাংখ্য শাস্ত্রেও একই কাথা বলা হয়েছে।[24] এইভাবে সাংখ্যসম্মত প্রধান তত্ত্বের সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রকৃতি তত্ত্বের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

পুরুষের অস্তিত্ব সাধনে সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে – সাংঘাতবস্তু অপরের প্রয়োজন সাধন কারে থাকে। ত্রিগুণ ইত্যাদির বিপরীত কেউ আছে কোনো চেতন অধিষ্ঠাতা ছাড়া জড়বর্গ চলতে পারেনা। রূপ-রসাদি ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা আছে বলে পুরুষ আছেন।[25] বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে – যা বিশুদ্ধ, নিত্য, অজ, অক্ষয় অব্যয় অবিকারী সেইটি শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ।[26] আবার এই পুরুষ স্বগুণাদির ভোগকারী, এক হয়েও অনেকরূপ জ্ঞানস্বরূপ ভূত এবং বিভুতির কর্তা নিত্য অব্যয়স্বরূপ।[27] এই মত সাংখ্যদর্শনোক্ত বহুপুরুষবাদের মতের সমর্থক।[28] এইভাবে আলোচ্য পুরাণটিতে বিভিন্ন আংশে সাংখ্যতাত্ত্বিক আলোচনার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই আলোচ্য পুরাণটি যে সাংখ্যতত্ত্ব আভিমুখী তা বিশ্লেষণাত্মক এবং সমীক্ষাত্মক।

বিষ্ণুপুরাণোদ্ধৃত যোগ তত্ত্বসমূহের সমীক্ষা: ভারতীয় দর্শনানুসারে আলোচ্য পুরাণটি রচিত হয়েছে। তাই পাতঞ্জলকৃত যোগ দর্শনের তত্ত্বসমূহের ছাপ আলোচ্য পুরাণটিতে পড়েছে বলে মনে হয়। যোগ বিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন – চিত্তের বৃত্তি সকলের নিরোধই হল যোগ।[29] বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে - আত্মজ্ঞানের প্রযত্নভূত যম, নিয়ম ইত্যাদির আপেক্ষায় থাকা মনের যে বিশেষ গতি ব্রহ্মের সঙ্গে তার সংযোগ হওয়াকেই যোগ বলে।[30] প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি হল চিত্তবৃত্তি। আর এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ করার উপায় স্বরূপ আচার্য পতঞ্জলি বলেছেন- অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুটি উপায়ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।[31] ঠিক একই মার্গকে অনুসরণ করে বিষ্ণুপুরানেও বলা হয়েছে – স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা এই পুরুষোত্তমের দর্শনলাভ হয়।[32]

অনন্তর মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায়স্বরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য ভিন্ন ঈশ্বরপ্রণিধানের কথা বলেছেন।[33] এবং ক্লেশ কর্ম বিপাক আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষকেই ঈশ্বর বলেছেন।[34] এবং এই ঈশ্বরের বাচক হল 'ওঁ' কার। বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপভাবে ঈশ্বরপ্রণিধানকেই অভ্যাস ও বৈরাগের বিকল্প মার্গরূপে আলোচনা করা হয়েছে। আর এই ঈশ্বর

---

[23] জ্ঞানপ্রবৃত্তিনিয়মৈক্যময়ায় পুংসো ভোগপ্রদানপটবে ত্রিগুণাত্মকায়।
অব্যাকৃতায় ভবভাবনকারণায় বন্দে স্বরূপভবনায় সদাজরায়।।বিষ্ণু. ৬.৮.৬২

[24] ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্যবিভাগাদবিভাগদ্বৈশ্বরূপ্যস্য ।। সাংখ্যকারিকা ১৫

[25] সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ।। সাংখ্যকারিকা ১৭

[26] বিশুদ্ধবোধবন্নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
অব্যক্তমবিকারং যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।। বিষ্ণু.১.৯.৫১

[27] তস্যৈব যোঽনু গুণভুগ্বহুধৈক এব শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব ভাতি হি মূর্তিভেদঃ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকলত্ববিভূতিকর্তা তস্মৈ নমোস্তু পুরুষায় সদাব্যয়ায় ।। বিষ্ণু.৬.৮.৬১

[28] জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব ।। সাংখ্যকারিকা ১৮

[29] যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। যোগসূত্র ১.২

[30] আত্মপ্রয়ত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ।। বিষ্ণু.৬.৭.৩১

[31] অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। যোগসূত্র ১.১২

[32] স্বাধ্যায়সংয়মাভ্যাং স দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ। বিষ্ণু.৬.৬.১

[33] ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। যোগসূত্র ১.২৩

[34] ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। যোগসূত্র ১.২৪

স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু।[35] এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে 'ওঁ' এই প্রণব দ্বারা সম্বোধন করা হয়। তাই যোগীগণ তাঁরই ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং পরমপদ বা মুক্তি লাভ করেন।[36]

অনন্তর সাধন পাদে যেমন যোগীদেরকে পঞ্চবিধ ক্লেশ থেকে নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ অষ্ট যোগাঙ্গের অভ্যাসের কথা মহর্ষি বলেছেন - বিষ্ণুপুরানেও সেই সংস্কারেরই পুণরাবৃত্তি ঘটেছে।[37] যোগমতে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান, সমাধি এই ৮টি যোগাঙ্গ ।[38]

বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মচর্য, অহিংসা,সত্য, অস্তেয়,অপ্রিগ্রহ এবং স্বাধ্যায় শৌচ সন্তোষ তপ ও ঈশ্বরপ্রনিধান এইরূপ পাঁচটি যম ও পাঁচটি নিয়মের উল্লেখপূর্বক আসন অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে।[39] এবং তদন্তর প্রাণায়ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে- অভ্যাস দ্বারা যে প্রানবায়ুকে বশ করা যায় তাই প্রাণায়ম্।[40] এইভাবে যোগী যম, নিয়ম, আসান ও প্রানায়ম অনুষ্ঠাণের মাধ্যমে স্বচিত্তে ভগবান্ বিষ্ণুর স্থূলরূপকে বুঝতে পারবেন এবং প্রত্যাহার আভ্যাসের মাধ্যমে শব্দাদি বিষয়ে অনুরক্ত হওয়া নিজ ইন্দ্রিয়কে নিজ চিত্তের অনুগামী করে তুলবেন। এইভাবে যোগী স্বচ্চিত্তে সর্বশক্তিস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর ধারনাকে স্থির করবেন। তদন্তর যোগী নিজচিত্তে এক অবয়ব বিশিষ্ট ভগবান্-কে হৃদয় দিয়ে চিন্তা করবেন এবং সম্পূর্ন অবয়ব ছেড়ে কেবলমাত্র অবয়বীর ধ্যান করবেন। এই ভাবে যোগী ধ্যানের দ্বারা ধ্যাতা,ধ্যেয় এবং ধ্যানভেদ রহিত স্বরূপ অর্থাৎ নিজচিত্তকে পরমাত্মা বিষ্ণুর সঙ্গে সমায়ীত করে সমাধি লাভ করবেন।[41] মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন - "**তদে**বার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"।[42]

এইভাবে সম্পূর্ণ পুরাণটিতে যোগতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েই ঈশ্বররূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রাপ্তির উপায় এবং বিষ্ণুপ্রাপ্তি উপযোগী ক্রিয়াযোগের অবলম্বনের পন্থাও আলোচিত হযেছে। তাই আলোচ্য পুরাণটি যোগদর্শনানুরাগী।

উপসংহার: ভারতীয় দর্শন পরম্পরা গুলির মধ্যে সাংখ্য ও যোগ দর্শন অন্যতম। প্রকৃতির স্বরূপকে উপেক্ষা করে পুরুষের স্বস্বরূপে অবস্থান করাই সাংখ্যমতে মুক্তি বা কৈবল্য। তেমনভাবেই অষ্টযোগাঙ্গের প্রয়াসপূর্বক এবং বৈকল্পিক ভাবে ঈশ্বরের প্রণিধাণ পূর্বক যোগী চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরোধের মাধ্যমে সমাধিতে উপবিষ্ট হন যা যোগমতে কৈবল্য বা মুক্তি নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুরাণ মতে ভগবান্ বিষ্ণুই এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আধার স্বরূপ। তাই বিষ্ণু হতেই পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। এবং ত্রিবিধ গুণ তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা এই সনাতন প্রভুই জগৎ সৃষ্টির সময় রচনা করেন, স্থিতির সময় পালন করেন ও অন্য সময়ে কালরূপে তার সংহার করেন। যোগমতে ঈশ্বরপ্রণিধানকেও কৈবল্য লাভের মার্গ বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু। স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা এই পুরুষোত্তমের দর্শনলাভ সম্ভব। তাই যোগীগণ তাঁরই ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং পরমপদ বা মুক্তি লাভ করেন। এইভাবে সমগ্র পুরাণটিতে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশান্ত ধারাকে অনুসরণ করে একে একে সাংখ্য ও যোগ তত্ত্বগুলি আলোচিত হয়েছে। তাই বিষ্ণুপুরাণে সাংখ্য ও যোগ তত্ত্বসমূহের সমীক্ষাত্মক আলোচনা যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত।

---

[35] তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ। বিষ্ণু. ৬.৪.৩৮

[36] পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ ব্রহ্ম তথা পরম্।
তমারাধয় হরিঃ যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্লভাম্।। বিষ্ণু.১.১১.৪৬

[37] ক্লেশানাং চ ক্ষয়করং যোগাদন্যন্নবিদ্যতে। বিষ্ণু.৬.৭.২৫

[38] যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহরধারণাধ্যানসমাধেযোঽষ্টাবঙ্গানি। যোগসূত্র ২.২৯

[39] বিষ্ণু.৬.৭.৩৬, ৬.৭.৩৭, ৬.৭.৩৯

[40] প্রাণাখ্যামনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ...।। বিষ্ণু.৬.৭.৪০

[41] তসৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে।। বিষ্ণু.৬.৭.৯২

[42] যোগসূত্র ৩.৩

গ্রন্থপঞ্জী:

1. আরন্য, শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ। পাতঞ্জল যোগদর্শন। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০০২।
2. উপাধ্যায়, আচার্য বলদেব। পুরাণ বিমর্শ। বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৩।
3. উপৈতি, থানেশ্বরচন্দ্র। বিষ্ণুমহাপুরাণম্। দিল্লী : পরিমল পাব্লিকেশন, ২০১১।
4. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৮।
5. মিশ্র, জগদীশচন্দ্র। ভারতীয় দর্শন। বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৫।
6. মুসলগাঁবকার, গজানন শাস্ত্রী। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী। বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২।
7. শ্রীবিষ্ণুমহাপুরাণ। গোরক্ষপুর : গীতাপ্রেস, ২০১৬।